নাম: আবদুল্লাহ আল রোমান

জন্ম তারিখ: ২০ জুলাই, ২০০৭

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৫ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ছাত্র, শ্রেণি: ১০ম, নবকিশলয় স্কুল

শাহাদাতের স্থান : ছনপাড়া, ডেমরা, ঢাকা

শহীদেদের জীবনী

আবদুল্লাহ আল রোমান ২০ জুলাই ২০০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোঃ আনোয়ার হোসেন এবং মায়ের নাম রোজিনা। রোমান ১০ম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম নবকিশলয় স্কুল। রোমানের বাবা আনোয়ার হোসেন পোলার আইসক্রিম কোম্পানীর কর্মকর্তার গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে কর্মরত।

শাহাদাতের প্রেক্ষাপট

৫ আগস্ট ২০২৪। সোমবার। কয়েকদিন বিরতির পর ফের অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ দিয়েছিল হাসিনা সরকার। এই দিনেই হাসিনা সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে ছাত্র-জনতার কর্মসূচি ছিল ‘লং মার্চ টু ঢাকা’। তাই আগের রাত থেকেই রাজধানীর সড়ক ছিল সুনশান নিরবতা। সকালটাও ছিল মোঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টিস্নাত। রাজধানীর সড়ক ছিল যানবাহন শূণ্য। সবার মধ্যে চাপা উত্তেজনা কি হতে যাচ্ছে? আগের মতো এদিন সকাল থেকেই সড়কে তেমন পুলিশ কিংবা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ছিল না। কখনো বা সড়কে একত্রে পুলিশের কিছু গাড়ি টহল দিচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও গণভবন ঘিরে সকাল বেলায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রাখে। তবে সকল ভয়-ভীতি, আতঙ্ক, বৃষ্টি উপেক্ষা করে উৎসুক ছাত্র-জনতা একে একে ঘর থেকে বের হচ্ছিলেন লং মার্চ টু ঢাকায় যোগ দিতে। মোবাইল ইন্টারনেটের পর ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটও বন্ধ করে দেয়ায় যোগাযোগ দুর্লভ হয়ে পরে। এরই মধ্যে রাজধানীর উত্তরা, রামপুরা, বাড্ডা, বনশ্রী, পলাশী, শাহবাগ, চাঁনখার পুল, যাত্রাবাড়ী-শনির আখড়া, মোহাম্মদপুর, মিরপুর এলাকার রাস্তায় নেমে আসেন ছাত্র-জনতা। শাহবাগ ও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। শাহবাগকে ঘিরে এক দিকে ইন্টার কন্টিনেন্টাল মোড়, কাটাবন মোড়, মৎস্যভবন মোড়, শিক্ষা ভবন মোড়, চাঁনখারপুল মোড়, পলাশী, নীলক্ষেত এলাকা সেনাবাহিনী-পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা তৈরি করা হয়। চাঁনখার পুল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয় এবং গুলি ছুড়ে। এতে কয়েকজন গুলিবিদ্ধও হন। উত্তরায় কয়েক হাজার ছাত্র-জনতা একত্রিত হয়ে শাহবাগের দিকে রওয়ানা হলে সেনাবাহিনী তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে স্বাগত জানায়। রামপুরায় শিক্ষার্থীরা ইন্সটিটিউট ইউনিভার্সিটির সামনে থেকে সড়কে আসতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় এবং সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পরে সেনাবাহিনী এসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে এবং শিক্ষার্থীদের সড়কে নেমে আসার সুযোগ করে দেয়। যাত্রাবাড়ী-শনির আখড়া, মিরপুর, মোহাম্মদপুর এলাকা ছাত্র-জনতা দখলে নিয়ে তারাও শাহবাগের উদ্দেশ্যে পায়ে হেটে যাত্রা শুরু করেন।

হাটি হাটি পায়ে রাজধানীর চতুর্দিক থেকে শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী, আবালা বৃদ্ধ বণিতা সকলে এগুতে থাকেন শাহবাগের দিকে। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পুলিশের সকল বাধা উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা শাহবাগে প্রবেশ করতে থাকে এবং শাহবাগে অবস্থান নিতে থাকে। পৌনে ১টার দিকেই সংবাদ আসে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান জনগণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখবেন। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা বুঝে ফেলেন তাদের বিজয় হয়ে গেছে। বেলা আড়াইটার দিকে খবর আসে শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন। এই সংবাদ শোনার পরপরই উল্লাসে ফেটে পড়ে শাহবাগ থেকে শুরু করে মোহাম্মদপুর, মিরপুর, উত্তরা, রামপুরা, যাত্রাবাড়ীসহ সারাদেশের সকল জেলা-উপজেলার ছাত্র-জনতা।

সরেজমিনে শাহবাগ এলাকায় দেখা যায়, শিশু-কিশোর থেকে শুরু করে সব বয়সী নারী-পুরুষ সকলেই ছুটে এসেছেন শাহবাগের দিকে। কারো হাতে লাঠি তো, কারো হাতে জাতীয় পতাকা। কেউ আবার সেই পতাকা বেধেছেন মাথায়ও। সবার মুখে মুখে শ্লোগান, এই মাত্র খবর এলো খুশী হাসিনা পালিয়ে গেল, এই মাত্র খবর এলো ছাত্র-জনতার বিজয় হলো, এই মাত্র খবর হলো স্বৈরাচারের পতন হলো। এছাড়া সবাই আওয়ামী লীগ, আওয়ামী সরকার, শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদেরসহ অন্যান্য নেতাদের নাম ধরে ধরে ভূয়া ভূয়া শ্লোগান দিতে থাকেন।

আগেরদিন স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে ডাক আসে ‘মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচির। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই কর্মসূচি ঠেকাতে রাতেই জারি করা হয় কারফিউ। মোতামেন করা হয় সেনাবাহিনী। ৫ আগস্ট সেই কারফিউ ভেঙ্গে রাজধানীর অলিগলিতে অবস্থান নেন ছাত্র-জনতা। তাদেরকে মূল সড়কে উঠতে বাধা দেয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। দুপুরে বেলা দুইটার সময় গণমাধ্যমে খবর বের হয় পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ঢাকার রাজপথসহ সারাদেশে নেমে পড়েন লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা। তারা একে অপরকে ঘিরে ধরে বিজয় উল্লাস করতে থাকেন। নানা শ্লোগানে প্রকম্পিত হয় রাজপথ। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ জড়ো হন শাহবাগে। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনের দিকে যাত্রা করে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা। গণভবনের পাশাপাশি জাতীয় সংসদ ভবনেও অবস্থান নেন তারা। এই আন্দোলনে প্রায় আট শতাধিক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আহত হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর আওয়ামী লীগ সরকারের সব মন্ত্রী-এমপিসহ অনেক নেতাকর্মী আত্মগোপনে চলে যায়। বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ। উচ্চ আদালতের রায়কে কেন্দ্র করে কোটা সংস্কারে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে নেমেছিল শিক্ষার্থীরা। আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও ছাত্র সংগঠন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বলপ্রয়োগে সেই আন্দোলন এক পর্যায়ে রূপ নেয় সরকার পতনের আন্দোলনে। দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সেই আন্দোলনকে দমাতে ছাত্র-জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। প্রাণ হারায় শিক্ষার্থীসহ বিপুল সংখ্যক মানুষ। কিন্তু তারপরও দমানো যায়নি ছাত্র-জনতাকে। ৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। দেশের জনগণ সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে অত্যাচারী শেখ হাসিনা সরকারের দীর্ঘ অপশাসনামলে। আর দল হিসেবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র